মহৎ হোমিও আচার্য্য

ডাঃ এম. হাসান মীর্জা

চিকিৎসা সংহিতা

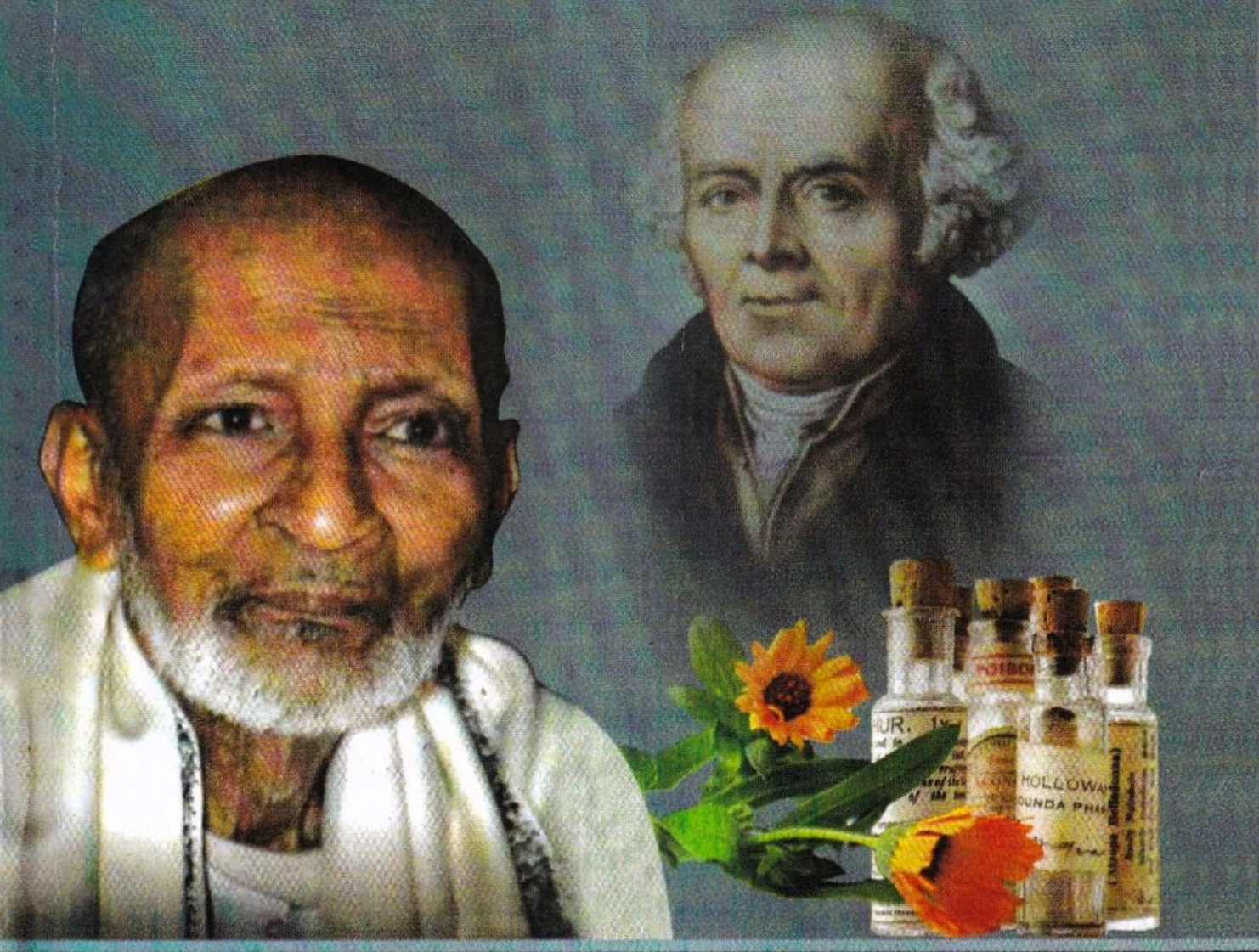

নাহিদুল হক

কওকথা

চাঁপাডালি মোড়, বারাসাত, কোলকাতা - ৭০০১২৪

সূচিপত্র

নিবেদনের অর্ঘ্য ১১

প্রাককথন!! ১২

কওকথার জন্য কিছু কথা ১৪

অনন্ত নক্ষত্রের আলেখ্য ১৫

গুরু স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় ২১

গুরুর উপদেশ ২৭

মহৎপ্রাণের সাগর তীরে যে সাধক! ৩৫

'বেলুড় মঠের সাধক' ৪৪

চিকিৎসকের ধর্ম সাধনা-আধ্যাত্মিকতা ৪৬

চিকিৎসক যখন ফুটবল খেলোয়াড় ৫৫

অগ্রণী সমাজসেবী চিকিৎসক ৫৭

প্রণম্য ডাক্তার হাসান মীর্জা ৬৫

হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব ও জীবনী শক্তি ৬৭

চিকিৎসকের নিপুণতা-মায়াজম ৭৯

চিকিৎসা নিপুণতা-নোসোড ১০৫

মনোভাব ও মনোবিজ্ঞান ১১০

চিকিৎসায় নিপুণতায়—মন (Mind) ১১৮

অভিব্যক্তি-শারীরিক ভাষা ১২৪

চক্ষুরোগ ও বিরল চিকিৎসা ভাবনা ১৩০

জিহ্বার নানাবিধ সমস্যার চিকিৎসায় বিকল্প ভাবনা ১৬৫

নখদর্পনে রোগ নির্ণয়ে
চিকিৎসক মীর্জার বিরল নিপুণতা ১৭৭

চিকিৎসা নিপুণতায় মুখ বা মুখমণ্ডল ২০১

ভিন্ন পেশার গুণীজনের চিকিৎসায় স্বীয় চিকিৎসক ২১১

The Prescription, a glories memory of Dr. Hassan Mirza ২২৪

চিকিৎসকের নিপুণতা-মায়াজম

মানবদেহে কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে লক্ষণদৃষ্টে সমধার্মিক ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতির নাম হল— হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। কিন্তু ক্ষুদ্র কথায় হোমিওপ্যাথি অতলান্ত সাগর সদৃশ নিদান শাস্ত্রকে বোঝা বা উপলব্ধি করা এবং তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। উচ্চশ্রেণীর শিল্পী যেমন করে অতি অনায়াসে রং-তুলির আঁচড়ে একটি অপূর্ব সুন্দর চিত্রঅঙ্কন করেন তদনুরূপভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের গুরুদায়িত্ব হল লক্ষণসমষ্টির দ্বারা রোগীর পূর্ণাঙ্গরূপ মনঃশ্চক্ষে নিরীক্ষা করে তদৃশ ওষুধের ব্যবস্থা করা। এর জন্য চাই সূক্ষ্মদৃষ্টি, কঠোর অধ্যায়ন, গভীর অনুশীলন এবং চাই মানবচরিত্র বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক চেতনা। তিনি বলেন, মায়াজম হল হোমিওপ্যাথির গোড়ার কথা। এবং এই গোড়ার কথাটি গোড়া থেকে বুঝে না নিলে এবং তদ্রুপ ব্যবস্থাপত্র অজানা থাকলে চিকিৎসকের সকল শ্রম যে পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সোরা যা পীড়ানামক অন্তর্নিহিত ধ্বংসের মূল এই সোরা যখন সিফিলিস বা সাইকোসিসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধাতুগত দোষে পরিণত হয় তখন তা বংশগতভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ঠিক এইরূপ অবস্থায় সুনির্বাচিত ওষুধ ব্যর্থ হলে তার উপায় হল, রোগের মূলে কুঠারাঘাত হেনে ওষুধের তুল্য প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য এবং রোগটি আরোগ্যের জন্য নোসোড ওষুধ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বংশগত কারণে কোনো রোগ চিররোগে রূপান্তরিত হলে ওই রোগের মূলোচ্ছেদ করতে আপনাকে বিচার করে দেখতে হবে যে, উক্ত রোগের মূল্যে সোরা, সিফিলিস-সাইকোসিস কোন দোষটি বিদ্যমান। বস্তুত সোরা-সিফিলিস-সাইকোসিস এৎই ত্রয়ী একপুরুষকে রোগচরিত্রের যে পরিচয় দেয় বংশগতভাবে পুরুষানুক্রমে অবস্থার জটিলতায় কিংবা কুচিকিৎসার চাপে পড়ে রোগটি আরও সহস্রগুণ জটিল অবস্থায় উপনীত হয়। ঠিক এরকমই জটিল ও দুর্বোধ্য অবস্থায় রোগচরিত্র ও তদসদৃশ ওষুধ নির্বাচন করা একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরিচয় যে তিনি বংশগত বা চিররোগের পাঠ কতটা নিতে পেরেছেন।

যে কোনো পুরাতন রোগের চিকিৎসায় বা যে কোনো প্রাচীন পীড়ার সোরা-সিফিলিস-সাইকোসিসের পরিচয় পেলে আমি অগ্রে লক্ষণ বিচারে ব্যাসিলিনাম,

মেডোরিনাস, সিফিলিনাম এই নোসোডগুলির একটিকে বেছে নিই এবং ওষুধটির সিএম শক্তির দুটি মাত্রা ব্যবহার করে তারপর সদৃশ প্রয়োগ করি। গুরুমশাই মতিলাল মুখার্জীকে এইভাবে চিকিৎসা করতে দেখেছি। মনে রাখা দরকার রোগীদেহে প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য রোগীর মনস্তত্ত্ব কোনো স্তরে কাজ করছে তা চিকিৎসকের নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ভুলের কোনো অবকাশ নেই। অন্যান্য ভুলের ক্ষমা থাকলেও চিকিৎসকের ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। কারণ প্রাণ নিয়ে খেলা চলে না।

বিজ্ঞান অর্থ যদি পরীক্ষালব্ধ প্রমাণিত সত্য হয় তালে রোগীদেহে রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাসিলিয়াম, মেডোরিনাম, সিফিলিনাম ইত্যাদি ওষুধাদি যে তারই চূড়ান্ত পরিণতি সে কথা আমি চিৎকার করে বলতে পারি। মেকিয়ানা আমাদের মজ্জায় জায়গা করে নিয়েছে বলেই সত্যের অমৃতসুধা পানে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আজকাল মানুষ যত জটিল হচ্ছে, রোগের জটিলতা যত বাড়ছে ব্যাসিলিনাম-মেডোরিনাম-সিফিলিনামের মতো রোগজবিষজাত নোসোড ওষুধগুলি ততবেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে।

মায়াজম নিয়ে ডা. হাসান মীর্জার মূল কথা : (ক) রোগীর মায়াজমেটিক সদৃশ ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। (খ) হোমিওপ্যাথিক ওষুধের চারটি প্রধান উৎসের Kingdom-এর সবচেয়ে বেশী সদৃশ্যতা থাকবে সেই জগতের উৎস অনুসারে ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। (গ) রোগীর রোগাবস্থার গভীরতা ও রোগীর জীবনী শক্তির গ্রহণ ক্ষমতা যাচাই করে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করতে হবে। (ঘ) রোগীর জন্য চূড়ান্ত ওষুধ নির্বাচন করার সময় মায়াজমেটিক অবস্থা ও ওষুধের উৎসের বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ এই উভয় বৈশিষ্ট্যের সদৃশতা যে ওষুধে পাওয়া যাবে সেটিই হবে সেই রোগীর জন্য নির্বাচিত ওষুধ।

(অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ স্মরণ রাখতে হবে)

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান আমাদের শিখিয়েছেন, রোগাক্রমের মূল বা মৌলিক কারণ মায়াজম (MIASM)। এই মায়াজম হচ্ছে সোরা-সিফিলিস-সাইকোসিস। পরবর্তী সময়ে অন্য এক মনীষী জে.এইচ.এলেন যোগ করলেন ও ব্যাখ্যা করলেন আরও একটি মায়াজম। যার নাম দিলেন টিউবারকুলার। এই চারটি মায়াজমটির অবস্থা আমাদের হোমিওপ্যাথদের কেউ কেউ খুবই গুরুত্ব দেন, আবার কেউ কেউ হোমিওপ্যাথ হয়েও মায়াজম তত্ত্বকে গুরুত্ব দেন না। হ্যানিম্যান মহাশয় ক্রনিক ডিজিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— সতর্কতার সাথে নির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রোগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হচ্ছে না বা নতুনরূপে প্রকাশিত হচ্ছে (সূত্র - ক্রনিক ডিজিজ ১৩-১৪) দীর্ঘ সময় অমানুষিক পরিশ্রম করে এই সমস্যার সমাধান তিনি করতে সক্ষম হলেন এহং আবিষ্কার করলে যে সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস মায়াজমত্রয় এ-সকল রোগের মূল কারণ। পরবর্তীতে হ্যানিম্যান তাঁর ব্যর্থ কেসগুলো চিকিৎসার জন্য যে সকল ওষুধকে চিহ্নিত করেন,

সেগুলিই হচ্ছে — এন্টি মায়াজমেটিক ওষুধ। এই নব আবিষ্কৃত জ্ঞান তাঁকে আরও বেশি সফলতা এনে দেয়। ব্যর্থ কেসগুলোও নিরাময়যোগ্য হয়ে আরোগ্য লাভ করতে থাকে এবং তিনি এই জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণে অর্গানন অফ মেডিসিন গ্রন্থে, মেটেরিয়া মেডিকা গ্রন্থে এবং ক্রনিক ডিজিজ গ্রন্থে বিস্তারিত লিখে আমাদের জন্য রেখে গেলেন।

সোরা*মনঃকণ্ডুয়ন*বিকৃত যৌনচেতনা

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যদি করতেই হয় তাহলে সোরা বা মনঃকণ্ডুয়ন বা বিকৃত যৌনচেতনা, মদ-মত্ততার হিসেব-নিকেশটি খুব ভাল করে বুঝে নেওয়া চাই। মানুষ মরণশীল এ-সত্য জানার পরও সে বাঁচতে চায়, দীর্ঘজীবি হতে চায়। আর এই বাঁচার জন্য তার যে কর্মতৎপরতা, যে ভোগলিপ্সা তার থেকেই জন্ম নেয় সোরা। মানুষ ভুলে যায় মৃত্যুর দূত বা আজরাইলের কথা। এই ভুলে যাওয়ার ভুলটিই মানুষকে ভোগী করে তোলে। আর সেই ভোগলিপ্সার বাসনায় অবৈধ উপায়ে অন্যায়ভাবে সে ভাবে বিকৃত যৌনক্ষুধা আমরা মেটাই তারই অনিবার্য পরিণতি মনঃকণ্ডুয়ন। স্বীয় প্রবৃত্তিকে যতদিন আমরা শাসনে রাখি, বিকৃত যৌনাচারের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি, ততদিন সোরাদোষের মারাত্মকতার হাত থেকে বাঁচার উপায় থাকে। তাকে প্রতিহত করার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। শত্রু দুর্বল হলে তার মোকাবিলা করা সহজ কিন্তু সেই শত্রু যদি প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি না থাকলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে এবং রোগ প্রতিরোধ তা অক্ষম হলে বাইরের সাহয্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই বহিরাগত শক্তি যদি দেহধারণের জন্য অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হয়, দেহের জন্য বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন ভিতরকার শক্তির মোকাবিলা করা তো দূরের কথা পশ্চাদসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই বাহিরের শক্তি হল কু-চিকিৎসা। এই কুচিকিৎসার কারণে পীড়ানামক ভয়াবহতা তনুমনকে গ্রাস করে পঙ্গু প্রায় করে ছাড়ে। রোগীও রোগ থেকে রোগান্তরে ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উপযুক্ত ওষুধ ব্যর্থ হতে থাকে। মহাত্মা হ্যানিম্যান সোরা দোষকে যেমন যাবতীয় ধ্বংসের বীজ বা উৎস বলে অভিহিত করেছেন তেমনি এই সোরাকে ক্ষয়দোষ বলে মন্তব্য করেছেন। বংশগত ক্ষয়দোষের একটি বড় কারণ হল কৃত্রিম চিকিৎসা বা কু-চিকিৎসা। এর অনিবার্য আমরা দেখতে পাই নবজাতকের চিররুগ্ন হয়ে জগতের আলো দেখা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সে জটিল ব্যধিতে আক্রান্ত হয় বা অকালপ্রয়াণ ঘটে সে সম্পর্কে চিকিৎসককে সতর্ক থাকতে হবে এবং তার জন্য বংশগত সোরা দোষের মারাত্মকতা ও তার প্রতিকারের পথটি জেনে নিতে হবে। সোরা বা মানসিক মনঃকণ্ডুয়ন যদি না থাকতো তাহলে পীড়া বা পীড়ানামক মনোদৈহিক যাতনাও থাকতো না। কিন্তু যা আছে তাই নিয়ে চলতে হবে, ভাবতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে।

মায়াজম পরিচিতি বা রোগের মূল কারণ (MIASM)

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিধান মতে, মায়াজম হল রোগের মূল কারণ এবং জীবাণুগুলো হল উত্তেজক কারণ। যে সকল প্রাকৃতিক অদৃশ্য কারণসমূহ হইতে রোগ উৎপত্তি হয়, সে সকল কারণসমূহকে মায়াজম বলে। মায়াজম চার প্রকার। (ক) সোরা, (খ) সিফিলিস, (গ) সাইকোসিস, (ঘ) টিউবারকুলার।

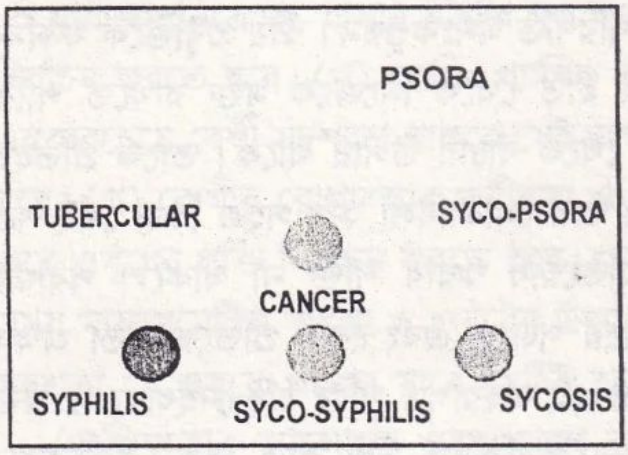

সোরা : সোরা হচ্ছে অতিন্দ্রীয়, গতিময় দূষিত রোগজ মাধ্যম যাহা জীবদেহে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে এবং জীবনীশক্তিকে দুর্বল করে রোগের আধার হিসাবে গড়ে তোলে। এটা কোনো বস্তু নয়, এটি একটি সত্তা বা অবস্থা বা ধাতুগত পূর্বাবস্থা। এটা হচ্ছে সমস্ত রোগের ভিত্তি।

সোরার লক্ষণ প্রকৃতি অনেক। রোগীর মানসিক সার্বদৈহিক, আঙ্গিক সর্বস্তরে সোরার লক্ষণ বিদ্যমান।

সোরা মায়াজমের পরিচিতি

সাধারণ প্রকৃতি : সোরা কেবলমাত্র ক্রিয়াগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে শরীরে প্রকাশ পায় অত্যাধিক অনুভূতিপ্রবণতা, চুলকানি, উত্তেজনা, যে কোনো রকমের রক্তাধিক্যতা প্রদাহ এবং জ্বালা। সোরা এককভাবে কখনও যান্ত্রিক পরিবর্তন আনে না। যদি সোরার সঙ্গে অন্য কোনো মায়াজমের সংমিশ্রণ না হয়।

আক্রমণের ধারা : দেহের বহিরঙ্গেও কলাসমূহ, স্নায়ুতন্ত্র এন্ডোক্লিনতন্ত্র, ধমনী ও শিরা, যকৃত ও চর্মের উপর।

রোগের প্রকৃতি : ঘাটতিমূলক বিশৃঙ্খলা, পর্যায়ক্রমিক রোগ, সবিরাম প্রকৃতির ব্যাধি,

বা উৎস একদৈশিক ব্যাধি, অচির রোগ ও তার প্রবণতা, সূত্রযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি।

মানসিক অবস্থা : স্বার্থপর, পরিপূর্ণ আবেগপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ, নানান অনুভূতি আছে কিন্তু সামান্য মাত্র পরোক্ষগোচর লক্ষণ থাকে না।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া : অত্যাধিক ক্রিয়াশীল।

খাদ্যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা : মিষ্টি, টক, ভাজা জিনিস ইত্যাদি খাওয়ার ইচ্ছা, উত্তেজক জিনিস যেমন- চা, কফি, তামাক, প্রভৃতিতে আকাঙ্খা স্নায়ুমন্ডলীকে সতেজ করার জন্য। গরম খাদ্য ও মাংস খাওয়ার আকাঙ্খা কিন্তু সিদ্ধ খাদ্যে অনিচ্ছা।

হ্রাস-বৃদ্ধি : উদরাময়, ঘর্ম, প্রস্রাব, শয়ন, নিদ্রা, গরম, উত্তাপ প্রয়োগে, গ্রীষ্মকাল, ক্রন্দন, আহার ও চাপা দেওয়া চর্মরোগের বহিঃপ্রকাশে উপশম হয়। সূর্যদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ঠান্ডায় বা শীতকালে বৃদ্ধি হয়।

মানসিক লক্ষণ : অনুভূতিশীল, সর্তক, চটপটে, নানা কল্পনায় পূর্ণ কিন্তু তা কাজে পরিণত করার প্রবণতা নেই। ভ্রান্ত বা দার্শনিকতা, সামান্য পরিশ্রমে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি আসে, শোক ও দুঃখ থেকে পীড়া হয়, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ, আত্মবিশ্বাসহীন এবং মৃত্যু, অন্ধকার, একাকীত্ব ও ব্যর্থতার ভয়। বর্তমান অবস্থা, পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা ও বিবাহিত জীবনে অতৃপ্ত। অস্থিরতা ও রয়েছে।

মস্তক : ক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলাহেতু মাথাঘোরা, ইন্দ্রিয়সমূহে অত্যানুভূতিপ্রবণতা বা অস্বাভাবিকতা, অত্যাধিক প্রতিক্রিয়াশীলতা, মাথা ধরা সাময়িক এবং পিত্তপ্রাধান্য ও বমিভাব, দিবাভাগে বৃদ্ধি, নিদ্রা ও উত্তাপপ্রয়োগে উপশম হয়। চুল শুষ্ক, তেলবিহীন এবং সহজে উঠে যায়। মাথার তালু শুষ্ক, আঁশযুক্ত ও খুসকিসহ চুলকানি।

চক্ষু : দিবালোকে ও আলো অসহ্য, চুলকানি ও জ্বালা, চোখের সম্মুখে বিন্দু বা দাগ ভাসে। কর্ণ; ক্রিয়াগত এবং স্নায়ুবিক উপসর্গ, কানের ভিতর শুকনো ও খুসকিযুক্ত, শব্দে অতি অসহিষ্ণুতা।

নাসিকা : গন্ধে অতীব অনুভূতিপ্রবণ, খুব তীব্র গন্ধ অথবা সুগন্ধযুক্ত গৃহে নিদ্রা যেতে পারে না। রান্নার গন্ধ, রংয়ের গন্ধ, ফুলের গন্ধে বমিভাব আসে, খাদ্যে অরুচি।

আস্বাদ : পোড়ার মতো (চরিত্রগত)। আস্বাদের পরিবর্তন হয়। যথাঃ টক মিষ্টি তেতো ইত্যাদি অস্বাভাবিক আস্বাদ।

পাকস্থলী : সদাই ক্ষুধার্ত এমন কি পেট ভর্তি থাকা সত্তেও অসময়ে ক্ষুধা, খাবার পরে পেটের বায়ু এবং অজীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। পেট খালি বোধ হয়।

মল : অতিভোজন বা ভয় থেকে উদরাময়, সকালে যন্ত্রণাবিহীন উদরাময়, ঠান্ডা পানীয় পানে বৃদ্ধি ও গরম পানীয় পানে উপশম, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ মাথার যন্ত্রণা, যকৃতের ব্যথাসহ নিদ্রালুতা ও আচ্ছন্নতা।

প্রস্রাব : হাঁচি, কাশি বা হাসিতে অসাড়ে প্রস্রাব।

হৃৎপিন্ড : হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াগত গোলমাল বা অনুভূতি এবং দুর্বলতা অনুভব করে। খালিখালি বা বাধা আছে এরুপ ভাব। অপ্রীতিকর অনুভূতি এবং আবেগজনিত হৃকম্পন আনন্দ, শোক, ভয় ইত্যাদি থেকে, বুকে রক্তাধিক্য, জলজমা ও ফোলা বা শোথ।

চর্ম : চর্মরোগ শুষ্ক, আঁশ অথবা ফোস্কাযুক্ত। এতে চুলকানি; জ্বালা এবং সামান্য পুঁজ থাকে। চর্মে তাপোচ্ছাস, চর্ম শুষ্ক ও অপরিষ্কার।

— সোরা মায়াজমের প্রধান প্রধান নিদর্শন সমূহ —

- বিনা কারণে মানসিক চাঞ্চল্য, ভয়, উদ্বেগ ও উৎসাহ হীনতা।
- ধর্ম বিষয়ে ভন্ডামীপূর্ণ মুখোশ পরা দার্শনিক।
- শ্রম বিমুখতা, সামান্য পরিশ্রমেই দৈহিক ও মানসিক অবসাদ।
- শীতকারতা, অল্পেই ঠান্ডা লাগে, ঠান্ডা অপছন্দ, অভ্যন্তর ও বাহিরে তাপ অপছন্দ।
- ঘুমানোর সময় মাথায় ঘাম, ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করা।
- দিনরাত শুধু শুয়ে থাকতে চায় কিন্তু ঘুমালে অস্থিরতা দেখা যায়।
- অস্বাভাবিক ক্ষুধা। উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃমির উপসর্গ।
- স্নানে অনিহা, অপরিস্কার ও নোংড়া থাকে।
- টক মিষ্টি, ভাজা এবং চর্বি জাতীয় খাদ্য পছন্দ।
- নারী পুরুষের মধ্যে অস্বাভাবিক কামোত্তজনা। স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু।
- সোরা রোগী স্পর্শকাতর। আলো, গন্ধ, ঘাম, শব্দ, গোলমাল প্রভৃতির প্রতি রোগী অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ।
- সোরার হাত পায়ে জ্বালা থাকে, মুখমন্ডলে তাপোচ্ছাস থাকে। গায়ের চর্ম রুদ ও অস্বাস্থ্যকর।
- সোরার চুল শুষ্ক, চাকচিক্যবিহীন। অকালে চুল পাকে, অল্প পরিমিত স্থানে টাক পড়ে।
- মুখ শুষ্ক ব্রণ হয়ে থাকে।
- পোড়ামাটি, চক, কয়লা, খড়িমাড়ি ইত্যাদি অখাদ্য খাইবার অভিলাষ।
- চক্ষুর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টিভ্রম হয়।

- দাঁতে মাড়িতে ও দাঁতের গোড়ায় ময়লা জমে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রোগ লক্ষণের পুনরাবর্তন।
- দুর্দমনীয় খোসপাঁচড়া ও চুলকানি। অসহ্য সুখকর চুলকানি। মাথায় মাস ও শুষ্ক উদ্ভেদ।
- চক্ষুর ব্যথা ভোরে শুরু হইয়া সূর যাবর্তরুপে বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধ্যায় উপশম হয়।
- টিউবারকুলার দোষের কারণে চক্ষুর পাতা আরক্তিম বর্ণের দেখায়।
- প্রদাহজনিত উপসর্গ, অত্যধিক চক্ষুঘর্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়।
- কানে ফোড়া হয়। কানে সর্বদা চুলকানি থাকে, কানের ভিতর অপরিষ্কার থাকে।
- রোগীর নাসিকায় ক্ষত বা ঘা হওয়া সোরা ও সিফিলিস দোষের সংমিশ্রণজাত সংকেত বহন করে।
- রান্নার রং এর উদ্ভিদের ফুলের ও সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে বমির উদ্রেক, বমি, শিরঃপীড়া, শিরোঃঘূর্ণন খাদ্যদ্রব্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।
- নাসিকার অভ্যন্তরে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণের উৎপত্তি হয়।
- ঠোঁট দুইটি নীলাভ, শুষ্ক ও জরাবস্থায় উজ্জ্বল লালবর্ণ হতে দেখা যায়।
- মুখমন্ডলে ফুস্কুড়ি ব্রণ দেখা দেয় এবং অপরিস্কার।
- ক্ষুধার তাড়নায় মধ্যরাতে ঘুম হইতে জাগিয়া খাবার খাইতে চায়।
- স্ত্রীলোকেরা গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার অস্বাভাবিক দ্রব্য। যেমন- মাটি, খড়িমাটি, পোড়ামাটি, কাঠ কয়লা, পেনসিল চক, শ্লেটভাঙ্গা প্রভৃতি খেতে ইচ্ছে করে।
- যাবতীয় যন্ত্রণা আহারের পর বৃদ্ধি পায়।
- সোরায় সূতার ন্যায় কৃমি ও গুহ্যদ্বারে সুড়সুড়ি অনুভূতি হয়।

মহামতি নীলমনি ঘটক তাঁর রচিত 'প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা' বইয়ে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সোরাদোষ হইতে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে উল্লেখ করেন—

- ছোট ছোট্ট বালক বালিকাদের ক্রিমির দোষে, তাদের অন্ত্রে ক্রিমি জন্মে, এইজন্য তাদের অনেক প্রকার কষ্ট ও যাতনা হয়, গুহ্যদ্বারে অতিশয় চুলকায় সুরসুর করে। সে জন্য তারা অত্যন্ত কাঁদে, মেজাজ বড়ই খারাপ হয়।
- অস্বাভাবিক প্রকারের ক্ষুধা, অর্থাৎ হয়ত রাক্ষুসে ক্ষুধা অথবা একেবারে ক্ষুধাহীনতা।
- বিনা কারণে মানসিক চাঞ্চল্য, বিষণলতা উৎসাহহীনতা, উদাসীনতা, অসাধারণ